বৃহস্পতিবার
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
২ ফাল্গুন ১৪৩০, ৩ শাবান ১৪৪৫
বর্ষ ১। সংখ্যা ১

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

রেজি নং- W931028381
www.webnews24.fr

ফ্রান্সের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্যাব্রিয়েল আতাল
▶ ২

WEB NEWS
TELEVISION

ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ প্রবাসীদের

আদম ব্যবসা, পাসপোর্ট সংশোধনে মনগড়া পরিচয়পত্র ও পরকীয়াসহ অনিয়ম-দুর্নীতির নানা অভিযোগ

বদরুল বিন আফরুজ, প্যারিস

ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দূতাবাসের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজেশে প্যারিসের কিছু আওয়ামী লীগ নেতা দীর্ঘদিন ধরে দূতাবাসে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করে অনিয়ম করে আসছেন বলে কমিউনিটি নেতাদের অভিযোগ। অনিয়ম-দুর্নীতির বেড়াজালে সেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়রানির কবলে পড়ছেন তারা। দূতাবাসের এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে সংবাদ করায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে ডেকে শাসানো এবং জামায়াত-বিএনপির সমর্থক তকমা দিয়ে ভয়-ভীতি দেখানোর অভিযোগও পাওয়া গেছে।

কনস্যুলার ওয়ালিদ বিন কাসেমের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও পরকীয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পন্সর হিসেবে দূতাবাসের লগো দিয়ে আদম ব্যবসার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও পাসপোর্ট সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারি পরিচয়পত্রের বিপরীতে মনগড়া পরিচয়পত্র চালু করে প্রবাসীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রবাসী নেতা-সম্মানী ব্যক্তিদের সাথেও খারাপ আচরণসহ বেয়াদবীমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খন্দকার এম তালহা

ওয়ালিদ বিন কাসেম

গেল কয়েক মাস আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ওয়ালিদ বিন কাসেমের একটি ছবি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। ছবিটি শেয়ার করে অনেকেই ওয়ালিদ বিন কাসেমের বিরুদ্ধে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আনেন। এদিকে প্যারিসজুড়ে কয়েক মাস থেকে চলছে জমজমাট গানের আয়োজন। এসব আয়োজনের ব্যানার ও প্রচারপত্রে স্পন্সর হিসেবে বাংলাদেশ দূতাবাসের লগো ব্যবহার করা হয়। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে চলছে রমরমা আদম ব্যবসা, এমন অভিযোগ করেছেন অনেক প্রবাসী। ফ্রান্সে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখিও করছেন। তারা এইসব অনিয়ম ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দূতাবাসের কনস্যুলার ওয়ালিদ বিন কাসেমের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করেন।

ফ্রান্সের প্রবাসী ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কাজী এনায়েতুল্লাহ ইনু দূতাবাস কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় হয়রানির শিকার হয়েছেন। ভুয়া কাগজপত্র সাজিয়ে তাকে জামাত-বিএনপির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ তুলেন দূতাবাস কর্মকর্তারা। কাজী এনায়েতুল্লাহর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কাগজপত্র বাংলাদেশে পাঠিয়ে প্রশাসনিক তদন্তের পর অভিযোগগুলো ভুয়া প্রমাণিত হয়।

দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ বিষয়ে জানতে ওয়ালিদ বিন কাসেমের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে প্রতিবেদককে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন এই কর্মকর্তা। পুরো আলাপটি মুঠোফোনে রেকর্ড হয়।

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ইউরোপের স্বপ্ন কেড়েছে অর্ধলক্ষাধিক প্রাণ-শীর্ষে বাংলাদেশ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে প্রবেশ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫২ হাজার ৬৮ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর। সাগরে ডুবে মারা যাওয়ায় অনেকের লাশও পাওয়া যায়নি।

২০২২ সালে ইউরোপে প্রবেশ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৯৯৭ জনের; আর ২০২৩ সালের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫০ জন।

নিখোঁজ ও মৃত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) একটি প্রকল্প আছে। চলতি সপ্তাহে মিসিং মাইগ্র্যান্টস প্রোজেক্ট নামের সেই প্রকল্পের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইএমও। সেখানে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫২ হাজার ৬৮ জন অভিবাসীর মধ্যে ২৫ হাজার ৩৮৫ জনেরই মৃত্যু হয়েছে ভৌগলিকভাবে এশিয়া ও ইউরোপকে বিচ্ছিন্ন করা ভূমধ্যসাগরে ডুবে। তাদের অনেকের মরদেহও পাওয়া যায়নি।

এছাড়া ঠান্ডা, খাবার-পানি ও আশ্রয়ের অভাব, শারীরিক অসুস্থতা, সড়ক দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে মৃত্যু হয়েছে বাকিদের। এমনকি ইউরোপে প্রবেশের পরও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১ হাজার মানুষের।

আইওএমের প্রতিবেদন বলছে, এক বছরের হিসেবে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ও নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে ২০১৬ সালে। ওই বছর ইউরোপে প্রবেশ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ হাজার ৮৪ জনের। এর আগের বছর মৃত্যু ও নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছিল ৬ হাজার ৭১৪টি। এটি এক বছরের হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যা।

প্রথমদিকে আফ্রিকা ও এশীয় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য একমাত্র রুট ছিল তুরস্ক। তুরস্কের ভূমধ্যসাগর

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শুভেচ্ছাবার্তা

পাঠকবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয় যে, ফ্রান্সের বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য ওয়েব নিউজ টিভি তাদের প্রিন্ট ভার্সন বের করতে যাচ্ছে। ২০০৮ সালে প্যারিস থেকে প্যারিস ভিশন নিউজ ও ইউরো ভিশন নিউজ বের হওয়ার পর পরবর্তীতে আরো কয়েকটি অনলাইন ও প্রিন্ট কাগজ বের হয়েছে। কোন কোন সহকর্মী বন্ধু আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করে পাঠকপ্রিয়তা অর্জনের। অপরদিকে কোন কোন ধান্দাবাজ ৫০/৬০ কপি ছেপে শুধু বিজ্ঞাপন দাতাদের মাঝে বিলি করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পাঠকের কাছে এক কপিও যায়নি। আমরা আশা করব, ওয়েব নিউজ শুধু বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের প্রেস বিজ্ঞপ্তিকেন্দ্রিক প্রচারপত্র হবে না, বরং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে কমিউনিটি সংবাদের পাশাপাশি ফ্রান্সের মূলধারার সংবাদের সাথে পাঠককে সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে। আমরা ওয়েব নিউজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

এম এ মান্নান আজাদ
সম্পাদক, ইউরো ভিশন নিউজ ফ্রান্স।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখোমুখি তুলুজের শহীদ মিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্রান্সের তুলুজে শহীদ মিনার নির্মাণের ৩ বছর পর আন্তর্জাতিক মহলে একটি চক্রান্ত চলছে। এ নিয়ে কিছুদিন আগে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন তুলুজ বাংলাদেশি কমিউনিটির সভাপতি ফখরুল আকন্দ সেলিম এবং আইবা সভাপতি এনায়েত উল্লাহ ইনু । সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, নির্মাণকাজে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গকে আইন আদালতের হুমকি দিয়ে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছে চক্র। নোটিশে বলা হয়েছে অনুমতি ছাড়া বেআইনিভাবে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি সময়ে আবারও নতুন চক্রান্তের শিকার আমাদের এই ভাষার সম্মানের নিদর্শন। প্যারিসসহ বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষিরা সোশাল মিডিয়ায় এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং হস্তক্ষেপ

কামনা করেন।

২০২৩ সালের ১৮ জুলাই তুলুজের মেয়র জন লুক মুদেনকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। দো ব্রোন গ্রেগয়ার নামক এক ব্যক্তি শহীদ মিনারের মালিকানা দাবি করে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ও আপত্তিকর উকিল নোটিশ পাঠিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছেন।

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

প্রতিদিন লাশ হয়ে ফিরছেন ১২ জন রেমিটেন্স যোদ্ধা

আব্দুল্লাহ কাফি

বিদেশে কাজ করতে গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যেতে হয়। আবার সংশ্লিষ্ট দেশে যাওয়ার পরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ সুস্থ শরীর নিয়েই বিদেশ যাচ্ছেন বাংলাদেশি কর্মীরা। তারপরও তাদের বড় একটি অংশ প্রবাসে মারা যাচ্ছেন।

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ফ্রান্সে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আশ্রয় আবেদন বাংলাদেশিদের

মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ - ইনফোক মাইগ্রেশন

শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত ফরাসি দপ্তর (অফপ্রা) জানিয়েছে, গত বছর ফ্রান্সে সর্বমোট এক লাখ ৪২ হাজার সুরক্ষা আবেদন জমা হয়েছে। টানা ছয় বছরের মতো শীর্ষে আছে আফগান আশ্রয়প্রার্থীরা।

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

গুণগত মানের শতভাগ নিশ্চয়তা

সুলভ মূল্যে ইতালি, তুর্কি থেকে সরাসরি আমদানিকৃত দৃষ্টি নন্দন, খাট, আলমারি, ওয়ারড্রব, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, সোফা , ম্যাট্রেসসহ প্রয়োজনীয় সকল বাহারি ডিজাইনের ফার্নিচার।

bdmeubles
86 Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers
Paiement facilités 3x 4x, Fois Sans, Frais
0753335144 www.bdmeubles.fr

লিগ্যাল এইডের দ্বিতীয় শাখার যাত্রা শুরু

ফ্রান্সে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশীয় অধিবাসীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের সহায়তা প্রধান লক্ষ্যে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Legal Aid FRANCE

12 Rue Laperouse,Pantin France 93500
legalaidfrance@gmail.com
09 80 46 43 60

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ
বৃহস্পতিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
২ ফাল্গুন ১৪৩০, ৩ শাবান ১৪৪৫

সম্পাদকীয়

ভাষার মাসে ওয়েব নিউজের যাত্রা শুরু

প্রিন্ট মিডিয়ার জগতে ওয়েব নিউজ যাত্রা শুরু করলো। আমাদের প্রত্যয়, প্রবাসীদের অদম্য অগ্রযাত্রার পথে আমরা হব সহযোগী। ওয়েব নিউজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ ও সত্য-ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্ছার থাকবে আমাদের কণ্ঠস্বর।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিপুল আত্মত্যাগ আর রক্তমূল্যে অর্জিত বাংলাদেশ পা রেখেছে ৫৩ বছরে। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজকের এই উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশ গঠনে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে প্রবাসীদের। এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে, প্রবাসীরা তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এখনো হয়রানির শিকার হচ্ছেন। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়েও প্রবাসীরা তাদের ন্যায্য মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত। এই গল্প আমাদের জন্য লজ্জা ও হতাশার।

আমরা বিশ্বাস করি, রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের সকল সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা হবে। অর্থনৈতিক সূচকে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বিপুল অবদান রাখছেন প্রবাসীরা। সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতির বেড়াজাল ও হয়রানি থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শুধু ভাষার নয়, আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত হওয়ারও মাস ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এই মাসে বাঙালি জাতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। প্রাণের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বন্দুকের নলকে অগ্রাহ্য করেছিল। বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। একই সঙ্গে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও বেগবান হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে এসেছিল উনসত্তরের গণ-আন্দোলন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এলো স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি নিয়ে আমাদের এত অহংকার, এত গর্ব।

ভাষার মাসে আমাদের চেতনাকে শাণিত করতে হবে, মাতৃভাষার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে, বাঙালিত্বকে আলিঙ্গন করতে হবে। কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবাইকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বিএনপি'র ভারত বিভ্রম

মাহমুদুর রহমান
সম্পাদক, আমার দেশ

২০২১ সাল থেকে বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি কেবল ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য খন্ডিত সংগ্রামের বয়ান না দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত এবং হিন্দুত্ববাদের দখল থেকে বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দিতেন, তাহলে জনগণ ৭ জানুয়ারী "ডামি ভোট" বর্জনের সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জীবন দিতেও এগিয়ে আসতেন।

২০১৬ সালের নভেম্বরের শেষে দ্বিতীয় দফার জেলমুক্তির পর বিএনপি'র নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারছিলাম যে, আমার বেশ দীর্ঘ জেলজীবনের মধ্যবর্তী সময়কালে জাতীয়তাবাদী দলটির ভারত নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দিল্লির সঙ্গে "অধীনতামূলক মিত্রতা" ব্যতীত রাষ্ট্রক্ষমতা মিলবে না, এমন একটি ধারনা বিএনপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব তো বটেই, এমনকি মধ্যম সারির নেতাদের মধ্যেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। জেল থেকে বের হওয়ার পর আমি আগের মতই ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং হিন্দুত্ববাদ সম্পর্কে বয়ান দিতে থাকলে বিএনপির সঙ্গে আমার দূরত্ব তৈরী হয়। ততদিনে টুকু-খসরু-হুমায়ুন-শামা-মিন্টুরা দলটির নীতিনির্ধারনে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলে আমি বিএনপিতে রীতিমত অচ্ছুৎ হয়ে পড়লাম। আমাকে তারা জামাতপন্থী, ইসলামিস্ট, ভারতবিদ্বেষী, হঠকারী, রাজনীতিতে অর্বাচীন, ইত্যাকার বিশেষণ দিয়ে বিএনপির ক্ষমতায় আরোহনে অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এতে অবশ্য আমার কাজে কোন সমস্যা হয় নাই। কারণ, কোন বিশেষ দলের কর্মী অথবা নেতা হওয়ার জন্য আমি হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করি নাই। বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয় অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিত ও জাগ্রত করবার ইচ্ছা থেকেই এক-এগারো পরবর্তী প্রতিকূল সময়ে ইসলামিক ধর্মীয় বিশ্বাস, বাঙ্গালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে ময়দানে নেমেছিলাম। যেহেতু আমি রাজনৈতিক নেতা নই, তাই সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি এবং বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সামগ্রিক সচেতনতা সৃষ্টি করাকেই বাকি জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। বিএনপি নেতাদের বিরাগ আমাকে বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত করতে পারে নাই।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির একটি ক্ষুদ্র দল (প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, খসরু, মিন্টু এবং হুমায়ুন) দিল্লির রাস্তায় যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলেও মোদি কিংবা বিজেপির কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পেতে ব্যর্থ হয়। দিল্লির ব্যর্থ মিশনের পরও বিএনপির উল্লিখিত ভারততোষণকারী গং হতোদ্যম না হয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপর তাদের প্রভাব অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় এবং ড: কামাল, কাদের সিদ্দিকী জাতীয় প্রমাণিত ভারতীয় দালালদের ভাড়া করে এনে নির্বাচনী জোটের নেতৃত্বে বসিয়ে বিএনপিকে একটি নব্য, সেক্যুলার দলরূপে তুলে ধরার মাধ্যমে ভারতীয় "ডিপ স্টেটের" মন পাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এতে অবশ্য কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। ভারতের সক্রিয় সমর্থনে শেখ হাসিনা ২৯ ডিসেম্বর রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে নির্বাচনী তামাশা সমাপ্ত করে ফেলে। বিএনপি প্রথমে সংসদ বর্জনের ঘোষণা দিলেও দলটির সুবিধাবাদি পাঁচ-ছয়জন কথিত সংসদ সদস্য হাসিনার সংসদ নামক অশ্লীল খোঁয়াড়ে যোগ দেয়। এই দালালদের মধ্যে উকিল আবদুস সাত্তার অন্যতম ছিল।

২০১৮ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও আশ্চর্যজনকভাবে, বিএনপি নেতৃত্বের ভারত বিভ্রমের অবসান ঘটে নাই। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দলটি নির্বোধের মত দিল্লির সমর্থনের আশায় থেকেছে। সেই পাকিস্তানী আমল থেকে শেখ পরিবারের সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার গভীর সংযোগের ইতিহাস বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেও বিএনপির নীতিনির্ধারকদের সম্বিত ফেরানো যায় নাই। দিল্লিকে খুশী করতে বিএনপি একদিকে যেমন জামাতে ইসলামসহ অন্যান্য ইসলামিক দলসমূহের সাথে দূরত্ব বজায় রেখেছে, অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে নিলেও তার বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ করে নাই। পনেরো বছরে ভারত বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে করিডোর বানিয়ে ফেলেছে, সমুদ্র বন্দরগুলো দখলে নিয়েছে, উজানে বাঁধ দিয়ে নদনদীর প্রবাহ আটকে দিয়েছে, ক্যান্টনমেন্টসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, অথচ বিএনপি নীরব থাকার কৌশল অব্যাহত রেখেছে। অবশেষে গত বছরের একেবারে শেষের দিকে অতি বিলম্বে দলটির প্রায় দশক ব্যাপী অনুসৃত, আত্মঘাতী নীতি পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। রিজভী আহমেদের কয়েক দফা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভারতের যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলের পক্ষ থেকে মৃদু প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু, ততদিনে বড়বেশি দেরি হয়ে গেছে।

২০২১ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিএনপি কয়েক শত বিশাল সমাবেশ করেছে যেখানে প্রতিবার লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে সমবেত হয়েছে। সমাবেশে অংশ নিতে গিয়েও দেশের জনগণকে পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেই সমস্ত সমাবেশে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী বক্তব্য দিলেও বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীনতার মূল শত্রু ভারত সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। সভায় নেতারা জনগণকে কেবল ভোটের অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত কর্তৃক লুণ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কিংবা হিন্দুত্ববাদের থাবা থেকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য ডাক দেন নাই। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা না থাকলে জনগণের ভোটাধিকারের যে কোন মূল্য নাই, এই মূল বিষয়টি বিএনপি'র নীতিনির্ধারকরা হয় বুঝতে পারেন নাই, অথবা দিল্লিকে সন্তুষ্ট রাখতে এড়িয়ে গেছেন। এই ভ্রান্ত নীতির ফলেই শেখ হাসিনা আপামর জনগণের প্রত্যাখ্যান স্বত্ত্বেও ৭ জানুয়ারী একটি "ডামি নির্বাচন" করতে পেরেছে। ওই দিন ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্তির আরো একটি সুযোগ আমরা হয়তো হারিয়েছি।

কোন ফ্যাসিস্ট সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা গেছে বলে আমার জানা নাই। কেউ কেউ হয়ত স্পেনের ফ্যাসিস্ট শাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকোর (১৯৩৯-১৯৭৫) উদাহরণ টানতে পারেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, ফ্রাংকোর আসলে পতন হয় নাই কিংবা তিনি ক্ষমতা থেকে অপসারিতও হন নাই। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৬৯ সালে ফ্রাংকো নিজেই হুয়ান কার্লোসকে রাজা ঘোষণা করে তাকেই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বানিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা হুয়ান কার্লোস ফ্যাসিস্ট ফ্রাংকোর ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুর পর স্পেনে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। বাংলাদেশেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সৃষ্ট ফ্যাসিস্ট শাসক শেখ হাসিনাকে কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অথবা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে অপসারণের সুযোগ নাই। শেখ হাসিনা নিজেও একাধিকবার বলেছেন যে, তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতা চান এবং প্রাণ থাকতে ক্ষমতা ছাড়বেন না। অতএব, সভা-সমাবেশে অহিংস আন্দোলনের বিরক্তিকর ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে অপসারণ করা সম্ভব নয়। জনগণকে সংগঠিত করে, জীবন বাজি রেখে সর্বাত্মক সংগ্রামে নামানো গেলেই কেবল পৈশাচিক সরকারের পতন সম্ভব। প্রশ্ন হলো, কেবল ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কি জনগণ জীবন দেওয়ার জন্য তৈরী হবে? ৭ জানুয়ারী আমরা তার জবাব পেয়ে গেছি। জনগণ অবশ্যই ঘরে থেকে "ডামি নির্বাচন" বর্জন করেছে। কিন্তু, তারা সেই নির্বাচন প্রতিহত করতে রাস্তায় নামে নাই। বিএনপির পক্ষ থেকেও ৭ জানুয়ারী শুধু পরিবারকে সময় দেওয়ার আহ্বান ছিল, সরকার পতন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক ছিল না।

আমি মনে করি, ২০২১ সাল থেকে বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি কেবল ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য খন্ডিত সংগ্রামের বয়ান না দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত এবং হিন্দুত্ববাদের দখল থেকে বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দিতেন, তাহলে জনগণ ৭ জানুয়ারী "ডামি ভোট" বর্জনের সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জীবন দিতেও এগিয়ে আসতেন। "ডামি নির্বাচন" হয়ে যাওয়ার পর এখন বিএনপিকে পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আজ যদি আমরা দেশের পরাধীনতা মোচনের লড়াইয়ে সম্পৃক্ত থাকতাম, তাহলে নেতাদের কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হতো না, দফায় দফায় মিটিং করতে হতো না। ৭ জানুয়ারি রাজপথেই যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় নির্ধারিত হয়ে যেত। "ডামি ভোট" বর্জন করে কেবল পরিবারকে সময় দেয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না। নানারকম ভয়-ভীতি, লোভ অতিক্রম করে যে জনগণ "ডামি নির্বাচন" বর্জনের সাহস দেখিয়েছে, একটি মহৎ লক্ষ্য সামনে থাকলে, তারাই বাংলাদেশকে ভারতীয় দালাল এবং হিন্দুত্ববাদ থেকে মুক্ত করার মহান সংগ্রামে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতো। দিল্লির নির্দেশে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যে অস্ত্র জনগণের দিকে তাক করা আছে সেই অস্ত্র ক্ষমতাসীনদের দিকে ঘুরে যাওয়াও হয়ত সম্ভব ছিল।

আমরা আশা করতে চাই যে, ৭ জানুয়ারীর পর দেরিতে হলেও বিএনপি নেতৃত্বের ভারত বিভ্রম কেটে গেছে। বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ নাগরিক মুসলমান। কাজেই, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ইসলাম নিয়ে কোনরকম দ্বিধা অথবা হীনমন্যতা থাকলে সেটি হিন্দুত্ববাদকে মোকাবেলায় আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মহান সংগ্রামকে হীনবল করবে। দুর্বল ঈমান নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করা যাবে না। মালদ্বীপের দিকে তাকান। মাত্র পাঁচ লাখ জনসংখ্যার একটি দেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের সেনাবাহিনীকে ১৫ মার্চের মধ্যে তার দেশ থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। এটাই ঈমানের শক্তি। বাংলাদেশের নাগরিকের সংখ্যা অন্তত: ১৮ কোটি যার মধ্যে সাড়ে ষোল কোটি মুসলমান। বাঙ্গালী মুসলমানের গর্বিত আত্মপরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই দেখুন না, হিন্দুত্ববাদিরা লেজ গুটিয়ে পালাবে। বিএনপির সামনে এক ঐতিহাসিক সময় আবির্ভূত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের ডাক দিন। দেশ স্বাধীন হলে, জনগণ মুক্ত হলে তবেই না ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। পরাধীন জনগণের আবার ভোটাধিকার কী? গত এক দশকের ভারত বিভ্রম থেকে শিক্ষা নিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা এবং তার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদি প্রভুর বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াইয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অবিচল ও সাহসী নেতৃত্বের প্রমাণ দিলে মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন।

প্রযুক্তি

প্রতিবছর লাস ভেগাসের কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো বা সিইএস সেরা প্রযুক্তিবিদদের প্রযুক্তি নির্মাণ বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। প্রতিবার বিশাল প্রেস কনফারেন্সে নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রযুক্তিবিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো জানা যায়। এ বছরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শেষ হওয়া সিইএস নিয়ে 'সিনেট' অনলাইন অবলম্বনে লিখেছেন ওয়েব নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক।

নিকট ভবিষ্যতের প্রযুক্তি

সবকিছুতে এআই

এ বছর এআই সব প্রযুক্তির মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে বসছে। ফরেস্টারের প্রধান বিশ্লেষক দীপাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোক্তাদের অভিজ্ঞতার উন্নতির জন্য প্রথাগত পরিষেবা এবং পণ্যের বাইরে বুদ্ধিমত্তার গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর এবার রাজত্ব করবে।

গত বছর থেকে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি আমাদের সহজলভ্য ডিভাইসেও চলে এসেছে। সিনেটের কনি গুগলিয়েলমো বলেন, বিশ্লেষণক্ষম এআই বিশেষ করে নতুন পণ্য ও পরিষেবার মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে। আমরা দেখতে চলেছি, কেমন করে আমাদের কাজ, যাপন, এমনকি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক দারুণ বদলে দেবে এই গুরুত্ববহ প্রযুক্তি।

নতুন পাওয়া টিভি স্ক্রিন

দৈত্যাকৃতির টেলিভিশন থেকে ভাঁজ করার মতো মোবাইল ফোনের ধারণা-স্ক্রিন প্রযুক্তির এই সবকিছু এবারের সিইএসে দেখা গেছে। সিনেটের টিভি বিশেষজ্ঞ ডেভিড কাৎজমেয়ারের মতে, টিভি এখন অনেক বড় আর উজ্জ্বল। হিসেন্স ও টিসিএ-দুই প্রতিষ্ঠানই গত বছরের খরচে তাদের মিনি এলইডি প্রযুক্তিকে দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে পরিণত করেছে। ১১০ ও ১১৫ ইঞ্চি টিভি বিশাল ও নয়নলোভন ফিচারসমৃদ্ধ হয়ে বাজারে হাজির হতে চলেছে এই দুই প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে।

নতুন স্ক্রিনটেক অবশ্য সস্তায় পাওয়া যাবে না। সি সিডসের দুর্দান্ত ফোল্ডিং এন১ মডেল, ১৩৭ ইঞ্চি ডিসপ্লেকে পাঁচ ভাগে ভাঁজ করে রাখা যাবে, এমন ঘোষণা দিয়েছেন নির্মাতারা। মূল্য মাত্র দুই লাখ ডলার! কাৎজমেয়ার বলেন, এ বছরের নতুন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ডিসপ্লে নির্মাণে। গত কয়েক বছর এলজি ওএলইডি স্ক্রিন নির্মাণ করেছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের জন্য। কিন্তু এবারে নতুন মডেল বাজারে আসবে ভোক্তাদের কথা ভেবে। ওএলইডি টিভির নতুন মডেলের স্ক্রিন দেখা বন্ধ থাকলে তার বিশাল কালো চতুর্ভুজ জানালার মতো দেখাবে। কাচের ওপরে-নিচে খেলা করে বেড়াবে মাছ, তারা ও বিভিন্ন জিনিসের রঙিন প্রতিরূপ। কাৎজমেয়ার আনন্দ নিয়েই বলেন, টিভির পুরোনো ধারণা ভেঙে দেবে এই নতুন মডেল। যন্ত্রটি নিজেকে আড়ালে রেখে গৃহসজ্জায় নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম।

এলজির পাশাপাশি স্যামসাং আরও উজ্জ্বল, বর্ণিল স্ক্রিন নিয়ে আসছে মাইক্রো এলইডি ব্যবহার করে। ডেমো প্রদর্শনীতে উতরে যাওয়া সেই স্ক্রিন নিকট ভবিষ্যতে বাজার দখলে নেমে পড়বে। স্যামসাংয়ের নমনীয়, উভমুখী ভাঁজে সক্ষম ফোন লিসা দৃষ্টি কেড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, জেড ফ্লিপ-স্টাইল ফোন যেকোনো দিকে ভাঁজ করা যাবে। এ ধরনের ডিভাইসে বন্ধ বা খোলা-যেকোনো অবস্থায় কাজ করতে পারবেন। তবে মটোরোলা আর অন্যান্য রোলেবল ফোনের যে ধারণা গত বছর পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো বাজারে আসতে দেরি হতে পারে।

নেক্সট জেন গেমিং টেকনোলজি

এ বছরের সিইএস শোতে গেমিং প্রধান আকর্ষণ ছিল। অ্যালিয়েনওয়্যার, লেনোভো, আসুস, রেজার এবং অন্যান্য ল্যাপটপে নতুন চতুর্দশ জেনারেশনের মোবাইল চিপের উপস্থিতি দেখা গেছে। এইচপির 'নিউ ওমেন' মডেলে নন্দন ভাবনায় অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। গেমারদের আরাম নিশ্চিতে নতুন মডেল সহায়ক হতে পারে। এভিদিয়া নতুন গ্রাফিকস কার্ড, রেজার ভাইব্রেটিং গেমিং সিট এবং নতুন গেমিং ফোকাসড মোবাইল ফোন এনেছে আসুস।

ভালভের 'স্টিমডেক' হ্যান্ডহেল্ড ফরম্যাটে পিসি গেম খেলার প্রথম অভিজ্ঞতা দিয়েছিল ২০২২ সালে। আসুস আর লেনোভো নিজেদের সংস্করণ আনতে তৎপর হয়েছে। কিন্তু যখন ভালভ, আসুস আর লেনোভো-সবাই এএমডি প্রসেসর ব্যবহার করছে, এমএসআইয়ের নতুন 'ক্ল হ্যান্ডহেল্ড প্যাকস' ইনটেল কোর আলট্রা ফাইভ বা সেভেন ব্যবহার করতে চলেছে। সিনেটের প্রধান লেখক স্কট স্টেইন নিশ্চিত করেন, এটি সবচেয়ে শক্তিশালী হ্যান্ডহেল্ড গেমের নিদর্শন হয়ে থাকবে। উইন্ডোজের পিসি হ্যান্ডহেল্ড গেমাররা ভালোই পছন্দ করে, কিন্তু ইনটেলবেজড মডেল নতুন অভিজ্ঞতা আনতে যাচ্ছে।

ফ্রান্সের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্যাব্রিয়েল আতাল

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৩৪ বছরের গ্যাব্রিয়েল আতালকে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। আতাল দেশটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী।

ম্যাক্রোঁ মঙ্গলবার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আতালের নাম ঘোষণা করেন। ম্যাক্রোঁ দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট।

জনপ্রিয় এবং গণমাধ্যম বিষয়ে দারুণ সচেতন আতাল কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সের রাজনীতিতে উদীয়মান তারকা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন।

আতাল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র, সাবেক মন্ত্রী এবং সরকারের মুখপাত্র। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আতালকে উদ্দেশ করে ম্যাক্রোঁ লেখেন, "প্রিয় গ্যাব্রিয়েলআতাল, আমি জানি, যে প্রকল্পটি আমি ঘোষণা করেছি তা বাস্তবায়নে আমি আপনার শক্তি, পুনরুজ্জীবন এবং আপনার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করতে পারি।"

এদিকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর আতাল সহাসী হওয়ার এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ফ্রান্সে মধ্যবিত্তরা যে সংকটে পড়েছেন তার সমাধান খুঁজে পেতে দ্রুত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেন, "আমি যে প্রেক্ষাপটে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবে সচেতন।

"অনেক ফরাসি আমাদের দেশের উপর আস্থা রাখতে পারছে না, নিজেদের বা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের মধ্যে আছে। আমি বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের কথা ভাবছি... যারা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যায়... এবং কখনও কখনও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।"

তিনি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ফ্রান্সের সম্ভাবনাকে মুক্ত করতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ প্রবাসীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)
পাসপোর্ট সংশোধনের বিষয়টি সর্বশেষ ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সরকারি গেজেটে পাস করা হয়। এনআইডি কার্ড এবং পাঁচ বছর বয়সের গরমিল থাকলে তাদেরটাই শুধু পরিবর্তন হবে ওটাই উল্লেখ রয়েছে। সরকারের এই গেজেটকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার দায়িত্বে থাকা ওয়ালিদ বিন কাসেম জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী গণহারে ১০০ ইউরো ফি নিয়ে পাসপোর্ট জমা নিয়েছেন। যা সরকারের পরিপত্রের সাথে কোন ধরনের মিল নেই। কিন্তু পাসপোর্ট জমা নেওয়ার পর থেকে এখনো জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী কোন পাসপোর্ট সংশোধন হয়ে প্যারিস দূতাবাসে আসেনি। অভিযোগ রয়েছে, পাসপোর্ট জমা নেয়ার সময় দূতাবাসের ভিতরেই ওয়ালিদের এজেন্টরা দালাল ছাড়া বাংলাদেশ থেকে

পাসপোর্ট আনা সম্ভব হবে না বলে নীতিবাক্য শুনান। এবং এও বলেন, খুব অল্প খরচে আমাদের মাধ্যমে পাসপোর্ট আনতে পারবেন।

গেল ১৪ জুন সুইজারল্যান্ড এবং ২৩ জুলাই ইতালিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্সে আওয়ামী লীগের যেসব নেতাকর্মীর সঙ্গে ওয়ালিদ বিন কাসেমের মতাদর্শের মিল নেই, তাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান থেকে প্রশাসনের সহযোগিতায় বের করে দেওয়া হয়। এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নেতাকর্মীরাও রয়েছেন।

ফ্রান্স প্রবাসীরা বলছেন, ইউরোপের সেনজেনভুক্ত যে কয়টি দেশ আছে, এর মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশিদের বসবাস রয়েছে ফ্রান্সে। আর এদেশে ই-পাসপোর্ট থেকে শুরু করে এনালক পাসপোর্ট ভুক্তভোগীর সংখ্যা কয়েক হাজার। যেসব দেশে বাংলাদেশিদের বসবাস ফ্রান্সের তুলনায় অনেক কম, সেসব দেশেও ই-পাসপোর্ট চালু হয়। কিন্তু ফ্রান্সের মতো জায়গায় আনা হয়নি ই-পাসপোর্ট সুবিধা। ই-পাসপোর্ট আনারও উদ্যোগ নেননি দূতাবাস কর্মকর্তারা। ফ্রান্স বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট চালু না থাকায় কয়েক হাজার বাংলাদেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন। দূতাবাসে টেলিফোনে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফ্রান্সের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় অন্য দেশ থেকেও ই-পাসপোর্ট এর সার্ভিস নিতে পারছেন না পাসপোর্ট ভুক্তভোগী প্রবাসীরা।

ফ্রান্সের বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে 'রাজাকারের নাতি' কীভাবে নিয়োগ পেলেন, এ নিয়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন মহলে উঠেছে নানা প্রশ্ন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ফরিদপুরের কাদিরদী গ্রামের বিশু মিয়া মুসলিমলীগের একজন সন্ত্রাসী নেতা ছিল, এলাকায় সে ছিল একটি আতঙ্কের নাম। পাকিস্তান আমলে মোনায়েম খাঁ ফরিদপুর অঞ্চলে বেড়াতে এলে বিশু মিয়ার বাড়িতে থাকতো। আরাম-আয়েশ করতো। আইয়ুব খানের সময় এই বিশু এমএনএ-ও হয়েছিল।

৭১'-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশু মিয়া যমদূত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল ফরিদপুরবাসীর কাছে । তখন থেকে 'বিশু রাজাকার' নামে তার পরিচিতি বিস্তার লাভ করে । এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে সরবরাহ করত সে।

বিশু মিয়ার কন্যা গডমাদার রেবার সন্তান খন্দকার মোহাম্মদ তালহা । যুদ্ধাপরাধীর নাতি তালহাকে নিয়ে ২১ জুলাই ২০২৩ তারিখে ঢাকা টাইমসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল। ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত থাকায় তালহার বিরুদ্ধে একটি টিম গঠন করা হয়। এতে দোষী সাব্যস্ত হলে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার খন্দকার এম তালহাকে প্রত্যাহার করা হয়।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আশ্রয় আবেদন বাংলাদেশিদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)
মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) ২০২৩ সালের প্রাথমিক আশ্রয় পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত ফরাসি দপ্তর (অফপ্রা)।

অফপ্রা জানিয়েছে, ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর ফ্রান্সে আশ্রয় আবেদন বেড়েছে ৮.৬%। যদিও কোভিড ১৯ জনিত স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় ২০২২ সালে আশ্রয়প্রার্থীদের আসার হার হ্রাস পেয়েছিল।

অফপ্রার পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে নথিভুক্ত হওয়া মোট আবেদনের মধ্যে এক লাখ ৩৬ হাজার ৭০০টিরও বেশি আবেদনের সিদ্ধান্ত দিয়েছে অফপ্রা। যার মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পেয়েছে প্রায় ৩৩% আবেদন। ২০২২ সালের তুলনায় এই হার চার শতাংশ বেশি।

সংস্থাটি আরো জানায়, গত বছর অফপ্রাতে জমা হওয়া আশ্রয় আবেদন নিষ্পত্তি করতে গড়ে সময় লেগেছে ৪ মাসের মতো। আগের বছর লেগেছিল ৫ মাসের মতো।

শীর্ষে আফগানরা, দ্বিতীয় বাংলাদেশিরা

ফরাসি আশ্রয় বিষয়ক দপ্তর ব্যাখ্যা করেছে, ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো আশ্রয় আবেদনকারীদের মধ্যে শীর্ষে আছে আফগানরা। ১৭ হাজার ৫০০টির বেশি প্রথম আশ্রয় আবেদন জমা করেছেন আফগানরা। এ নিয়ে টানা ছয় বছর ধরে ফ্রান্সে সর্বোচ্চ আশ্রয় আবেদনকারী দেশের তালিকায় আছে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর দেশটির পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। নারী শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়াসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে তালেবান কর্তৃপক্ষ। সংকটের পর থেকে হাজার হাজার আফগান দেশ ত্যাগ করে ইউরোপের রুটে আছেন।

২০২২ সালের ন্যায় এবারও দ্বিতীয় শীর্ষ তালিকায় আছে বাংলাদেশিরা। ২০২৩ সালে মোট আট হাজার ৬০০ জন বাংলাদেশি প্রথম বারের মতো ফ্রান্সে আশ্রয় আবেদন করেছেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত এবং বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগ আছে । এছাড়া দেশটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া ও কোভিড পরবর্তী নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মতো উল্লেখযোগ্য সমস্যা আছে।

রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দূরদর্শী আইকন' হিসেবে ক্ষমতার মেয়াদ শুরু করলেও ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন টানা চতুর্থ বারের মতো ক্ষমতায় আসা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনা মহামারির পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশ কিছু খাতে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। সেই সঙ্গে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির মতো বিষয়। কয়েক বছর আগেও এক ইউরোর বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার মান ছিল ৮০ থেকে ৯৫ টাকা। এখন সেটি ১৩০ টাকা ছুঁয়েছে।

এনজিও অক্সফাম জানিয়েছে, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই প্রতিদিন এক ডলারেরও কম আয় করে ।"

আট হাজার ৫০০ আবেদন নিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ সুরক্ষা আবেদন করেছেন তুরস্ক থেকে আসা আশ্রয়প্রার্থীরা।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের বিরুদ্ধেও কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগ আছে। দেশটিতে হাজার হাজার অধিকারকর্মী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের আটকের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

আট হাজার আবেদন নিয়ে তালিকার চতুর্থ দেশ কঙ্গো। সাত হাজার আবেদন নিয়ে আফ্রিকার আরেক দেশ গিনির নাগরিকেরা আছেন পাঁচ নম্বরে।

বেড়েছে প্রশাসনিক নথি প্রদানের সংখ্যা

ফ্রান্সে রিফিউজি স্ট্যাটাস অথবা সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ২০২৩ সালে মোট ৬৪ হাজার ৯০০টি পরিচয় পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে অফপ্রা।

বিগত বছরগুলোতে নথি প্রদানে ধীরগতির কারণে গত বছর এ সংক্রান্ত বিভাগে জনবল বাড়িয়ে কাজের গতি বাড়ানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে অফপ্রা।

২০২২ সালে জন্ম সনদ প্রদানের সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার ৫৫০। অর্থাৎ গত বছর ৪৯ শতাংশের বেশি পরিচয় পত্র জারি করেছে সরকারি এই দপ্তর।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখোমুখি তুলুজের শহীদ মিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)
পরবর্তীতে শহীদ মিনারের উদ্যোক্তা ফখরুল আকন্দ সেলিমকেও উকিল নোটিশ পাঠানো হয়।

এরই প্রতিবাদে প্যারিসে আয়েবা সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশী কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজের সভাপতি ফখরুল আকন্দ সেলিম এবং অল ইউরোপীয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আয়েবার মহাসচিব কাজী এনায়েত উল্লাহ।

এসময় তারা বলেন, শহীদ মিনার আমাদের বাঙ্গালীর সংগ্রাম, শোক, শপথ ও স্বাধীন সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তুলুজে স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩ বছর পর ভাস্কর নভেরা আহমেদের স্বামী উল্লেখ করে যিনি শহীদ মিনারের একক মালিকানা দাবি করে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য কি, তার পেছনে আন্তর্জাতিক কোন চক্রান্ত রয়েছে কি না তা আমরা খতিয়ে দেখছি। শহীদ মিনার ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের অপশক্তি, চক্রান্ত রুখে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর। বিশ্বব্যাপী শহীদ মিনার নির্মানের প্রক্রিয়ায় আমাদের সহযাগীতা অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক, ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোঃ আবুল কাশেম, উপদেষ্টা সালেহ আহমদ চৌধুরী, আয়েবার যুগ্ম মহাসচিব শরীফ আল মমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক টি এম রেজা, সহকারী ট্রেজারার তাপস বড়ুয়া রিপন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এমদাদুল হক স্বপন, বাংলাদেশী কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজ ফ্রান্সের সিনিয়র সহসভাপতি তাজিম উদ্দিন খোকন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান সুমন , কামাল পাশা ও কামাল শিকদার এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজ ফ্রান্সের সাধারন সম্পাদক শাকের চৌধুরী প্রমুখ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ।

ইউরোপের স্বপ্ন কেড়েছে অর্ধলক্ষাধিক প্রাণ-শীর্ষে বাংলাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)
উপকূল থেকে গ্রিস বা ইতালির উদ্দেশে রওনা হতেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা।

গত কয়েক বছর ধরে তুরস্ক রুটের পাশাপাশি লিবিয়া ও তিউনিশিয়া রুটও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আইওএমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ দুই রুটে গত কয়েক মাসে নিহত হয়েছেন কয়েক শত অভিবাসনপ্রত্যাশী।

শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

অবৈধভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পথে ইউরোপে প্রবেশ করার প্রবণতা অনেক বেশি- এমন ১০টি দেশের তালিকা প্রস্তুত করেছে আইওএম। সেই তালিকায় বাংলাদেশের নামও আছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নামও আছে এ তালিকায়।

বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী হিসেবে শীর্ষে থাকা দেশের নাম ভারত, বাংলাদেশ দ্বিতীয় ও পাকিস্তান তৃতীয়।

আইওএমের হিসেব অনুযায়ী, ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৭৯ লাখ; আর বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা ৭৪ লাখ এবং পাকিস্তানি ৬৩ লাখ।

ফ্রান্সে অনিয়মিত অভিবাসীকে গুলি করে হত্যা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আলবেনিয়ার অনেক নাগরিক উত্তর ফ্রান্স উপকূল ব্যবহার করে অনিয়মিত উপায়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

ফরাসি সরকার উত্তর ফ্রান্সে অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। এ অঞ্চলে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অস্থায়ী শিবির উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তবে অপেক্ষমান ব্যক্তিদের কেউ ফ্রান্সে আশ্রয় আবেদন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাদের সরকারি আবাসনসহ যাবতীয় সুবিধা দেয়া হয়।

ফ্রান্স সহ ৫১ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাল ইউরোপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ফ্রান্সের রেল স্টেশন ও রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র চেকের সময় নিয়মিত কাগজপত্র না থাকায় বিভিন্ন দেশের অভিবাসীকে আটক করছে পুলিশ। ফরাসি সরকারের এমন উদ্যোগের পর দেশটির বাংলাদেশি কমিউনিটিতে কাগজহীন মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

ফ্রান্সের ইদানিং দেখা যাচ্ছে আশ্রয় আবেদনের পর খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে । যারা নিয়মিত সুযোগ পাননি তারা দ্বিতীয়বার রিএক্সামা করেও লাভ হয়নি তাদেরকে কিছুদিন পর ডাকযোগে দেশ ছাড়ার নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। বর্তমান সময়ের যে পরিমাণ পুলিশ কাগজপত্র তল্লাশি করে আটক করছে। পূর্বের এমন দৃশ্য ফ্রান্সে কখনো দেখা যায়নি এমনটাই জানিয়েছেন বিভিন্ন আইনি পরামর্শ অফিসের কর্মকর্তা ।

অনিয়মিত অধিবাসী যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদেরকে ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।দু একদিন পর ডিটেনশন সেন্টারে একটি কোর্ট বসে এরপর সরকারি উকিলের সহযোগিতায় ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের পর কেউ কেউ বেরিয়ে আসছে। আর যারা বের হতে পারেননি তাদেরকে বাংলাদেশ এম্বাসির সহযোগিতায় ট্রাভেল পাস তৈরি করে ফেরত পাঠানোর সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেশে পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া একজন প্রবাসী।

অনিয়মিত অভিবাসীদেরকে দেশে ফেরত পাটানোর নতুন কোন আইন হয়েছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি তবে অনেকেই বলছেন ফ্রান্সে অলিম্পিককে সামনে রেখে এবং ফ্রান্সে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে পুলিশি । এতে অনেকের কাছেই পর্তুগালসহ দুটি দেশের ডকুমেন্টস থাকায় পুলিশ আটক করে নিয়ে যাচ্ছে ডিটেনশন সেন্টারে । এখান থেকে কেউ কেউ আবার আইনজীবীর মাধ্যমে বের হয়ে আসছেন। এখান থেকে আবার কেউ কাউকে পর্তুগালের কাগজসহ দেশে পাঠানো হচ্ছে ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল একটি ভিডিতে দেখা যায় প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা নিজেই বলছেন দূতাবাস থেকে আউটপাস দেওয়া হয়েছে।

খবরের আড়ালের খবর জানতে
চোখ রাখুন ওয়েব নিউজ টেলিভিশনে
WEB NEWS TELEVISION

প্রতিদিন লাশ হয়ে ফিরছেন ১২ জন রেমিডেন্স যোদ্ধা

(১ম পৃষ্ঠার পর)
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, তাদের বেশিরভাগই আকস্মিকভাবে মারা যাচ্ছেন এবং বয়সে তরুণ। ঋণ নিয়ে কিংবা শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে বড় স্বপ্ন নিয়ে বিদেশ যান তারা। কিন্তু স্বপ্নপূরণ হওয়ার আগেই তাদের লাশ হয়ে ফিরতে হয়। দিন দিন এই লাশের মিছিল বাড়ছে। গত এক বছরে (২০২৩ সাল) জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ হাজার ৫৫২ রেমিট্যান্স যোদ্ধা কফিনবন্দি হয়ে দেশে ফিরেছেন। এ সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে বেশি এবং প্রতি বছরই বাড়ছে। বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ১২ জনের বেশি প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফিরছে। তাদের মধ্যে ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী তরুণদের সংখ্যাই বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রধানত অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে প্রবাসী বাংলাদেশির মৃত্যু হচ্ছে বেশি। এ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে মৃতদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাধিক্য এবং ধারকর্জ করে বিদেশ গিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ ও মজুরি না পাওয়ায় মানসিক চাপকেই প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া বিরূপ পরিবেশ, হঠাৎ খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, কর্মে অদক্ষতার মতো কারণগুলোও রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছেন এই খাত নিয়ে কাজ করা কর্মীরা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ হাজার ১২৬ কর্মীর লাশ দেশে আসে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ হাজার ৭৫৭ জন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৭৬২ জন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ১০৭ রেমিট্যান্স যোদ্ধার লাশ দেশে আসে। গেল এক বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড মৃতদেহ পরিবহন ও দাফনে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৫ কোটি ৯৩ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়েছে। এছাড়াও গেল বছর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া হিসেবে ১ হাজার ৫৬৭ মৃত প্রবাসীর পরিবারকে ১০৫ কোটি ৩১ লাখ ১৯ হাজার ৩৩৯ টাকা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক যুগ্মমহাসচিব মিজানুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ। এছাড়াও পরিবেশগত সমস্যা। তিনি বলেন, সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে- পরিবেশগত সমস্যা এবং খাদ্যাভাস। সৌদি আরবের মরুভূমিতে কাজ করার উপযুক্ত না হওয়া এবং রিচ ফুড খাওয়ার অভ্যাস না থাকায় কর্মীরা মানিয়ে নিতে পারছে না । এছাড়াও যেসব কর্মী বিদেশে যায়

তাদের অধিকাংশই গরিব। তারা নানাভাবে ঋণ করে, কেউ সুদে টাকা নিয়ে বিদেশে যান। কিন্তু সেই তুলনায় উপযুক্ত বেতন না পাওয়ায় মানসিব চাপ বেশি পড়ে তাদের ওপর। দুশ্চিন্তা গ্রাস করে তাদের। এ কারণেই বেশি মৃত্যু হয়।

মিজানুর রহমান বলেন, বিদেশ যেতে বেশি টাকা খরচ পড়ায় এই সম্যার সৃষ্টি। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যদি কম টাকায় লোক পাঠাতে পারে, তাহলে কিছুটা হলেও কর্মীরা চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকার, রিক্রুটিং এজেন্সি ও দূতাবাসগুলোকে আরও উদ্যোগী হয়ে কর্মীদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা, কম টাকায় বিদেশ পাঠানো এবং যে কাজের জন্য কর্মী নেওয়া হয় সে কাজ করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে । যদি এগুলো করা যায়, তাহলে মৃত্যুর হার কমে আসবে বলেও মনে করেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ব্রেনস্ট্রোক ও হৃদরোগে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। তবে এতো অল্প বয়সে স্ট্রোকে এবং হৃদরোগে মৃত্যুর অন্যতম কারণ অতিরিক্ত মানসিক চাপ। অনেকেই ঋণ করে বিদেশে যান, সেই টাকা তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। দিনে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন। কিন্তু দেখা যায়, যে টাকা খরচ করে গেছেন তার তুলনায় আয় খুবই কম। এই ঋণ পরিশোধের একটা চাপ সবসময় তাদের থাকে। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ, অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে থাকা, নিম্নমানের খাবার, দীর্ঘদিন স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাও এই ধরনের মৃত্যু ত্বরান্বিত করছে।

প্রবাসীরা বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকায় তাদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্তের হার বেশি। এ ছাড়া দেশের বাইরে যাওয়ার পর তাদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আসে, যা হৃদরোগের জন্য দায়ী। আবার অনেকে জানেন না, কোথায় কীভাবে চিকিৎসা নিতে হয়। কোনো ধরনের চেকআপের মধ্যে না থাকায় অনেকে হৃদরোগে ভুগলেও চিকিৎসা না করায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন সম্প্রতি এই মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পাওয়ায় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জানা গেছে, বেশিরভাগ মরদেহই এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে সৌদি আরব থেকে। সৌদি আরবের পর বেশি মরদেহ এসেছে মালয়েশিয়া থেকে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবাসী শ্রমিকরা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে মেডিকেল চেকআপ করে যাচ্ছেন। সে সময় হৃদরোগ ধরা পড়ছে না। বিদেশে পৌঁছার পরও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় এ ধরনের কোনো উপসর্গ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরও প্রবাসী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যু কেন বাড়ছে, সেটা খতিয়ে দেখা উচিত। এছাড়াও অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমিকই দালালের প্রলোভনে বেশি ব্যয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই তারা প্রত্যাশা অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন না, যা তাদের সবসময় মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। আকস্মিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ এটি।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান আমাদের সময়কে বলেন, প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ কর্মীর মরদেহ দেশে আসছে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে- ব্রেন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক। তিনি বলেন, কর্মীদের মরদেহ দেশে আনার পর কখনো ময়নাতদন্ত করা হয় না। ফলে প্রকৃত কারণ কখনোই জানা যাচ্ছে না। সরকারের উচিত মরদেহ দেশের আসার পর ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা এবং সমস্যা নির্ধারণ করে সমাধানের পথ খোঁজা। একইসঙ্গে তিনি বলেন, অভিবাসন খরচ কর্মীদের মানসিক চাপের অন্যতম কারণ। এই অভিবাসন ব্যয় কমানো গেলে কর্মীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) এক গবেষণায় বলা হয়, গত তিন বছরে বিদেশে কর্মরত ৪০৪ নারীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের বেশিরভাগের বয়সই ৪০ বছরের নিচে।

রামরু জানিয়েছে, ৬৯ শতাংশ নারী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক লেখা হলেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তিন বছরে বিদেশ থেকে এসেছে ৪০৪ নারী শ্রমিকের মরদেহ। তাদের মধ্যে ২২৭ জন বা ৬৯ শতাংশের ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লেখা ছিল স্বাভাবিক। সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিকের মরদেহ এসেছে সৌদি আরব থেকে। রামরু বলছে, বড় রোগ থাকলে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়ার কথা। তাই মৃত্যু সনদে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' লেখা নিয়ে সন্দেহ করছেন মৃত শ্রমিকের স্বজন।

রামরু পরিচালক (প্রোগ্রাম) মেরিনা সুলতানা বলেছেন, প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত প্রয়োজন। দূতাবাসগুলোকেও প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীদের লাশ দেশে ফেরত পাঠায়। মৃত ব্যক্তিদের পরিবার লাশ দাফনের জন্য বিমানবন্দরে ৩৫ হাজার এবং পরে যারা বৈধভাবে কোম্পানিতে কাজ করেছেন, তারা ৩ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান পায়।

সাখসেলে ইসলামিক ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
দ্বীপ, মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ আল আমিন, ব্যবসায়ী আরিফুজ্জামান ইমন, সাংবাদিক কামারুজ্জামান কাজল, ফ্রান্সের মাখসাই শহরের কমিউনিটি নেতা সাংবাদিক সোহাইল আহমেদ, নও মুসলিম বিশিস্ট ব্যাংকার লুইক, প্রথম আলো এবং দেশ টিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি বদরুল বিন আফরুজ,এনটিভি ফ্রান্স প্রতিনিধি আবুল কালাম মামুন, সাংবাদিক ওমর ফারুক, সাংবাদিক এমসি রোমেল, ওবায়দুল হক, মোঃ হেলাল আহমেদ, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জুনায়েদ,মাসুম রিকাবদার, তোফায়েল আহমেদ জয়নুল, দেলোয়ার হোসেন মেজবাহ ও হাসান হক প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। প্রবাসীদের ছেলে-মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো যা আজ পূরণ হলো। ব্যক্তি, সমাজ, দেশকে উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। শিক্ষাই পারে সমাজ ও ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখাতে। আর সেই শিক্ষা হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে। বক্তারা পুরষদের শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের বেশি করে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার গুরুত্বারোপ করেন। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ভর্তি করে দিতে অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানানো হয়।

ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও ফ্রান্স প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সরব উপস্থিতিতে মুখরিত ছিলো অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন।

বেলা ৪:৩০ মিনিটে মোনাজাত ও অতিথি আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ফ্রান্সে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নারী-পুরুষদের মাঝে ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা জাগ্রত রাখার মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গত ১০ মার্চ ২০১৬ সালে ফ্রান্সে বসবাসরত একদল নিবেদিত ও সাহসী মানুষের প্রচেষ্টায় যাত্রা শুরু করে এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স। এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সাখসেল প্রিফেকচারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছ।

বৃহস্পতিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২ ফাল্গুন ১৪৩০, ৩ শাবান ১৪৪৫

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির তীর্থভূমি প্যারিসের বিখ্যাত সেন ডেনিস ইউনিভার্সিটির বার্নার্ড মারি স্কয়ারে নির্মিত হয়েছে প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার।

প্যারিসে প্রথমবারের মতো স্থায়ী শহীদ মিনারে পালন হবে একুশ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির তীর্থভূমি ফ্রান্সের প্যারিসে নির্মিত হয়েছে প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার। ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর প্যারিসের বিখ্যাত সেন ডেনিস ইউনিভার্সিটির বার্নার্ড মারি স্কয়ারে নির্মিত এ শহীদ মিনারটি ফ্রান্স দূতাবাসের কর্মকর্তা ছাড়াই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে।

ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

প্যারিসের এই স্থায়ী শহীদ মিনারে প্রথমবারের মতো একুশ উদযাপন পালন করার লক্ষ্যে ৪ তারিখ রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটাটায় প্যারিসের কাফেলোনা রেস্টুরেন্টে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় । এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী টিএম রেজা, অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন (আয়েবা) মহাসচিব কাজী এনায়েত উল্লাহ, শহীদ মিনারের উদ্যোক্তা সরুফ ছদিওল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সামাজিক রাজনৈতিক সাংবাদিকসহ কমিউনিটি আরও অনেকে।

এ সময় অতিথিরা বলেন দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীরা অস্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানালেও আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি স্থায়ী শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে। এই দিন দল মত নির্বিশেষে কমিউনিটির সকলেই অংশগ্রহণ করে শহীদদেরকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানান।

সাখসেলে ইসলামিক ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পার্শ্ববর্তী শহর সাখসেলে আদর্শ মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এর স্থায়ী ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ক্যাম্পাসে এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ফালাহ দারাইন মসজিদের খতিব ও ইমাম শায়েখ ওমর।

এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্সের প্রিন্সিপাল মাওলানা বদরুল ইসলাম বিন হারুনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পন্তা বড় মসজিদের সভাপতি ও ইমাম আব্দুর রহমান, ফালাহ দারাইন মসজিদের সভাপতি চৌধুরী সাঈদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এর প্রধান উপদেষ্টা শরীফ আল মোমীন, প্রকৌশলী আতাউল হক, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আশরাফুল ইসলাম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এর কোষাধ্যক্ষ লুৎফর রহমান, সাংবাদিক আব্দুল মান্নান আজাদ, আমি ভয়াজের স্বত্বাধিকারী ও এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এর উপদেষ্টা তানজিম হায়দার, শামীম মোল্লা, ওভারভিলা মসজিদের সভাপতি সালেহ আহমেদ, এম সি ইনস্টিটিউটের এক্সপার্ট কন্তাবল হুসাইন ও ব্যবসায়ী ফারুক মিয়া প্রমুখ।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী ও এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স এর সদস্য আব্দুস সালাম মামুন, মিজানুর রহমান,সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মোহামদ মাহবুব হোসাইন, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী আরিফ উল্লাহ, অল ইউরোপ বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ফয়সাল আহমেদ

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ফ্রান্সে অনিয়মিত অভিবাসীকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

অভিবাসী নিহতের ঘটনায় বিচারিক তদন্ত শুরু হয়েছে

ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আলোচিত কালে এলাকার লুন সৈকতের পাশে এক অনিয়মিত অভিবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো এক ব্যক্তি।

প্রসিকিউটর জানায়, এ ঘটনায় একই শিবিরে বসবাসরত দ্বিতীয় আরেকজন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন। তবে তিনি এখন শঙ্কামুক্ত।

পুলিশ সূত্রের মতে, "আহত ব্যক্তি ৩৩ বছর বয়সি একজন ইরাকি অভিবাসী। তার হাতে গুলি লেগেছিল । নিহত ব্যক্তির বুকে গুলি করা হয়েছে।"

অভিবাসী নিহত ও গুলাগুলির ঘটনায় বিচারিক তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের ভার ফরাসি জুডিশিয়াল পুলিশের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

উত্তর ফ্রান্সে সক্রিয় অভিবাসন সংস্থা সালাম অ্যাসোসিয়েশন অস্থায়ী শিবিরের আসা লোকদের সহায়তা করে। সংস্থাটির দায়িত্বরত ক্লের মিলো বলেন, বর্তমানে এই এলাকার অস্থায়ী ক্যাম্পে অনিয়মিত অভিবাসীদের সংখ্যা আনুমানিক ৫০০ থেকে ৬০০ জন।

২০২২ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত উত্তর ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়াগায় স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পে অভিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু এবং ২০ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশসহ ভারত ও

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ফ্রান্স সহ ৫১ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাল ইউরোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্রান্স সহ ৫১ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাল ইউরোপ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অনিয়মিত অধিবাসীদের আটক করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫১ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানোর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ফ্রান্স থেকে গত ২৫ জানুয়ারি অনিমিত বাংলাদেশী ২১ জন এবং সাইপ্রাস থেকে ৩০ জনকে ২৬ জানুয়ারি স্পেশাল ফোর্স দিয়ে বাংলাদেশের শাহজালাল আন্তর্জাতিকবিমানবন্দরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ফ্রান্সের ডিটেনশন সেন্টারে ৩০০ র বেশি অভিবাসী আটক আছেন বলে জানা গেছে।

এরপর ▸ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শুভেচ্ছাবার্তা

মুদ্রণমাধ্যমে আজ ওয়েব নিউজের নতুন একটি যাত্রা শুরু হলো। যেকোনো পত্রিকার অন্যতম প্রধান কাজ হলো পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। আর তা বিভিন্ন সময়ে এবং ঘটনাপ্রবাহে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে পাঠকনন্দিত হয়ে উঠে। এই নন্দনের একমাত্র পথ হলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও উপস্থাপন। আশা রাখছি WEB News এর মুদ্রণযাত্রা সুন্দর হবে। পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে।

লাবন্য চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি (অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাব)
সাধারণ সম্পাদক, (বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালি)

শুভেচ্ছাবার্তা

অনলাইনের গণমাধ্যম 'ওয়েব নিউজ' মুদ্রণ আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। গণমাধ্যমের কাজ শুধুমাত্র সংবাদ প্রচার করা নয়। পাশাপাশি খবরের মান ও সত্যতা নিশ্চিত করাও প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমের নৈতিক দায়িত্ব।

ইউরোপসহ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যমকে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

অনলাইনের অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে গণমাধ্যমগুলোর মুদ্রণ সংস্করণের কাটতি কমলেও সচেতন পাঠকদের কাছে এখনো এটির উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়ে গেছে।

কমিউনিটির দৈনন্দিন সংবাদসহ বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে ওয়েব নিউজ নিয়মিত তাদের গঠনমূলক এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা বজায় রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমি ওয়েব নিউজের সার্বিক উন্নতি ও গৌরবময় স্থায়িত্ব কামনা করি। অব্যাহত থাকুক এর অগ্রযাত্রা।

মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ
সাংবাদিক, ফ্রান্স ২৪/ইনফোমাইগ্রেন্টস

শুভেচ্ছাবার্তা

প্রবাসজীবনে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়া একটি কঠিন ব্যাপার। তবুও অনেকেই এই পেশায় জড়িত আছেন এবং নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

লন্ডন আমেরিকা কিংবা ইতালীতে বাংলাদেশীদের বসবাস ইতোমধ্যে প্রায় শতবর্ষ স্পর্শ করেছে। সাংবাদিকতা ও বাংলা পত্রিকা প্রকাশ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সেই হিসেবে ফ্রান্সে সাংবাদিকতা কিংবা সংবাদপত্র প্রকাশের বিষয়টা তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। ২০১০ এর পর থেকে এ বিষয়টি কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও মানসম্মত সংবাদপত্র অথবা অনলাইন মিডিয়া তেমনটা দেখা যায়নি। তবে এখানে বেশ কয়েকটি প্রেসক্লাবের কর্মতৎপরতা বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে বিদ্যমান আছে।

তরুণ সংবাদকর্মী বদরুল বিন আফরুজ এর সম্পাদনায় Web News নামে একটি অনলাইন পত্রিকা প্রিন্ট আকারে আসছে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করবো এই পত্রিকা সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করবে।

মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন

ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের কাছে মোটরসাইকেল পার্টসের বিশ্বস্ত দোকানের নাম এস এ ওয়ার্ল্ড।
এখানে সকল ধরনের মোটরসাইকেল এবং স্কুটারে পার্টস পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।

এছাড়াও রয়েছে- ইমিগ্রেড ফাইল জমা,রন্দেভু নেওয়া, Urssaf, KABIS, ফুড ডেলিভারি আইডি আবেদন, মোটর সাইকেলের নাম পরিবর্তন , ইন্সুরেন্স ,অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা স্কুটার সার্ভিসিং করা হয় ।

210 Rue La Fayette 75010 Paris
0979246592 / 0744116958
সকাল 10.00 থেকে 22.00 পর্যন্ত খোলা

AMAN CONSULT'IMM
গ্রাহকদের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

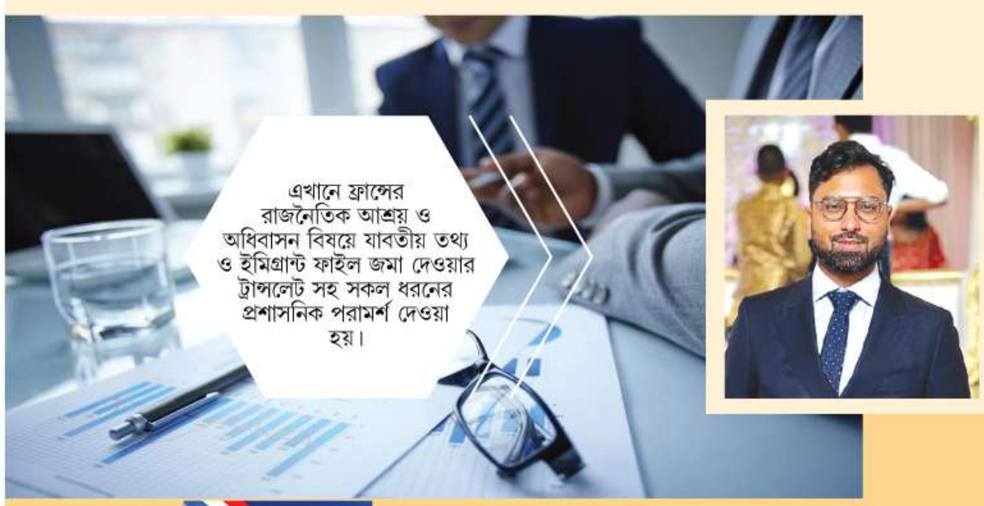

AMAN CONSULT'IMM
SUPPORT IN YOUR STEPS

Adresse
14 rue des petits hôtels 75010 Paris
+337 67888122

১২ বছর থেকে বাংলাদেশ কমিটির সেবায় নিয়োজিত
বাংলাদেশ ফার্নিচার

MEUBLES DE PARIS
বাংলাদেশ ফার্নিচার প্যারিস

আপনার বাসা কিংবা অফিস সজ্জিত করতে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। তুর্কি, চায়না ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত ফার্নিচার সেট আপনার ঘর এবং জীবনকে সুবিধা ও স্টাইলে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দিচ্ছি হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংসহ কিস্তি সুবিধা।

প্রোপাইটর : সেলিম রেজা

160 Av. Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
+33605639649 / +33(0)188502394
meublesdeparis@gmail.com
www.meublesdeparis.com/

প্রকাশক : **এম এ আজাদ**, সম্পাদক : **বদরুল বিন আফরোজ**। প্রকাশক কর্তৃক 153 rue des cites 93300 Aubervilliers থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ইমেইল : webnewsprint@gmail.com. ফোন নাম্বার : 01 88 50 43 38. ওয়েবসাইট : www.webnews24.fr